# ঊর্ণনাভ

ঊষা রায়

ঝিপ্ ঝিপে বৃষ্টির মধ্যে গুমোট আবহাওয়ার একরাশ মনকষ্ট নিয়ে বাড়ির কাছাকাছি হতেই বুঝতে পারল ছোটকু রুহু এসেছে। নাহ্ রুহুর গলার আওয়াজ পায়নি ও, জানালার ফাঁক ফোকর দিয়েও নজর পড়েনি, তবু ঠিক টের পেয়েছে ওদের বাড়িতে রুহুর উপস্থিতি। কিছু কিছু বিষয় ও এই ভাবেই আগে থেকে টের পেয়েছে। যেমন আজ ওর সঙ্গে দিপ্তর যে ঝামেলাটা হবে, সেটা আগাম জানতে পেরেছিল। কেমন যেন একটা মৃত্যু গন্ধ ঘরের মধ্যে পাক খাচ্ছিল। কেউ কিন্তু গন্ধটা পায়নি, শুধু ও পাচ্ছিল। আর আশ্চর্য ঠিক দুদিন বাদে সুস্থ বাবা মারাও গেল হার্ট এ্যাটাকে। বিরাট একটা প্রশ্ন নিয়ে ও বারবার ভেবেছিল যদি প্রতিহত করতেই না পারবে তবে এমন একটা অনুভূতি ভগবান দিলেন কেন ওকে? আগাম জেনে কষ্টই বাড়ে।

আজ দিপ্ত ওর কাছে কোচিনের নোটগুলো চেয়েছিল। ও দেয়নি। কিছুদিন আগে ও একটা ইংলিসের বই চেয়ে দিপ্তর কাছ থেকে পায়নি। ফলে নোটগুলো দেবার ইচ্ছে হয়নি ওর। তাতেই ক্ষেপে গিয়ে দিপ্ত যাতা বলে ওকে আক্রমণ করে বসল। এমন কি মারতে পর্যন্ত হাত উঠিয়ে ছিল।

এই ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ির কাছে এসে রুহুর উপস্থিতি ওকে আরও বিষন্ন করে তুলল। ও রুহুকে এড়িয়ে যাবার জন্যেই বাগান পেরিয়ে বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে খাতা দুটো রেখে গায়ের ভিজে জবজবে সার্টটা চেঞ্জ করে বেরিয়ে পড়বে ভেবেছিল। রুহু মায়ের সঙ্গে গল্পে মশগুল। সুন্দরী রুহুকে মায়ের বেশ পছন্দ। রুহুর বাবারও বিস্তর অর্থ আছে। তবে রূপ কিংবা অর্থ শুধু নয় রুহুর নিজস্ব ক্যালি, মন কাড়া কথাবার্তা সহজে আকৃষ্ট হওয়ার মত মন ভেজানো কথায় রহু এক নম্বরে। চেহারার আদলেও একটা ভালবাসি ভালবাসি ভঙ্গি আছে। চোখের দৃষ্টিতে বন্যায় ভেসে যাওয়ার ইশারা। সব মিলিয়ে রুহু অনন্যা। অসাধারণ।

ছোটকু বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ার মুহূর্তে ওর সামনে এসে দাঁড়াল রুহু। অবাক ছোটকু ভাবল রুহুরও কি ওর মত বাড়তি অনুভূতি শক্তি আছে। না হলে ও টের পেল কি করে। খুব নি:সাড়েই তো কাজটা সেরে বেরিয়ে এসেছে ও। তবু রুহু মায়ের সঙ্গে গল্প ছেড়ে ওর সামনে উপস্থিত।

রুহুকে সামনা সামনি দেখে বুকের রক্ত চলকে উঠল ছোটকুর। আকাশের দিকে তাকাল। মেঘগুলো জলের ভারে ছোকুর বেদনার মতনই কালো। মেঘ যেমন আর জল ধরে রাখতে পারছে না। ছোটকুও ব্যথা বইতে পারছে না।

-প্লিজ ছোটকু, তোর সঙ্গে কথা আছে। একটু সময় দে।

রুহুর পিছনেই মা। রুহুর কাতরতায় মায়ের চোখে বড় প্রশ্ন দেখল ছোটকু। বাধ্য হয়ে কথা না বাড়িয়ে রুহুকে নিয়ে পথে নেমে পড়ল। যদিও ও ধরতে পারছে কি কথা বলতে রুহু ওকে। ছোটকুর মধ্যস্থতায় সৌরভের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে রুহু।

মাধ্যমিক স্তরে ওদের পড়াশোনা একই ছিল। ফলে যোগাযোগ ছিল এক রকম। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিকে উঠে তিনজনের পড়াশোনার গতিপথ তিনদিকে ছড়িয়ে গেছে। সাইন্স আটর্স আর কমার্স। ফলে মুলাকাত হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাছাড়া রুহু ছোটকুর কে, কেন সৌরভের সঙ্গে মধ্যস্থতা করতে ও সময় ব্যয় করবে।

কিছু দিন আগে রুহু ছোটকুর খুব কাছের মানুষ ছিল। একসঙ্গে পড়াশোনা মেলামেশা। সে সম্পর্ক আপাতত রুহু নিজের হাতেই ছিঁড়ে ফেলেছে। সুতরাং রুহুর জন্যে সময় নষ্ট করতে ইচ্ছুক নয় ছোটকু।

তবু শেষ পর্যন্ত ছোটুকর মধ্যস্থতায় সৌরভের সঙ্গে রুহুর দোস্তি হল। কয়েকদিনের মধ্যে ওদের দুজনকে মিলিনিয়াম পার্কে নন্দন চত্বরে নিক্কো পার্কের নৌকো বিহারে দেখা যেতে লাগল। দূর থেকে সৌরভের চোখে মুখে উপচে পড়া খুশী দেখল ছোটকু।

সৌরভ ছোটকুকে ডেকে বলল, —রুহু দারুণ ইন্টারেস্টিং মেয়ে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে দেয়ার জন্যে মেনি মেনি থ্যাঙ্কস টু ইউ।

বেশ কয়েকদিন বাদে হটাৎ মা একদিন জিজ*াসা করল ছোটুকে, —হ্যারে রুহু তো আজ কাল আসেই না। আগে অত আসত। শরীর - টরীর কি...?

মায়ের কথা শেষ হওয়ার আগেই ছোটকু গলার স্বর উচ্চ পর্দায় চড়িয়ে বসে। ওর মাথা আগুন হয়ে ওঠে— নাই বা এল। তোমার অত ইন্টারেস্ট কেন, কোন মা ছেলে মেয়ে বন্ধুর জন্যে হেদিয়ে মরে। কি ভেবেছিলে ছেলের বৌ হবে, সবেতে তোমার বাড়াবাড়ি।

মা উত্তর খুঁজে পায় না। তবে কথা না বাড়িয়ে ছেলের মাতায় সস্নেহে হাত বোলান। ছোটকুর চোখ বেয়ে

টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়ে।

মা কিশোর ছেলের ব্যথাটি অনুভব করতে চেষ্টা করেন। ভোরের রোদের মত যে প্রেমের রঙ ফিকে সেই ব্যাথায় কাতর ছেলেকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করেন।

উচ্চ মাধ্যমিকের পর ছোটকু ইংলিস অর্নাস সৌরভ ম্যাথ অর্নাস ও রুহু পাশ কোর্সে বিকমে ভর্তি হয়। সৌরভ রেজাল্ট যথেষ্ট ভাল হওয়া সত্ত্বেও জয়েন্টে বসেনি। ভবিষ্যতে ম্যাথ নিয়ে রিসার্চ করবে।

এই সময় রুহু সৌরভের কাছ থেকে সরে ডাক্তারী পড়া সুপ্রতিমের সঙ্গে ঘনিষ্ট হয়ে পড়ল। সৌরভ মুখ কাচু মাচু করে কয়েক দিন ঘুরে শেষে স্বেচ্ছায় গৃহবন্দি হয়ে থাকল। কারুর সঙ্গেই কথাবার্তা বা মেলামেশা করছিল না। অবস্থা বুঝে ওর মা বাবা ওকে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে গেলেন, একটা বছর সৌরভের পড়াশোনা নষ্ট হল।

সুপ্রতীমের মা বাবা রুহুকে বিশেষ পছন্দ না করলেও ছেলের ইচ্ছের কথা ভেবে এ সম্পর্কটাকে মেনে নিলেন। সুপ্রতীমের ডাক্তারী পরীক্ষার পরেই ওদের বিয়ে হবে, এই রকম খবরই বাতাসে বাসতে লাগল। বাড়িতেও বিয়ের প্রস্তুতি চলল। সুপ্রতীমও ভীষণ খুশী। বন্ধুদের বলল, —রুহুর মত মেয়ের জীবন সঙ্গী হওয়া অবস্যই সৌভাগ্যের।

তখনই, বিকম পাশ করেই রুহু আমেরিকায় পাড়ি দিল হিমাদ্রীর হাত ধরে। উচ্চ মাধমিকে স্ট্যাণ্ড করা সুপ্রতীম এরপরেই আধ পাগলের মত পথে পথে ঘুরতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারী ফাইনাল পরীক্ষাই দেয়া হল না। ওর মা বাবা রুহুর নামে কেস করবেন ভাবলেন। কিন্তু রুহু আদৌ তখন কোথায় আছে জানা নেই কারুর। সুপ্রতীম আসাইলামে ভর্তি হল।

বছর দুয়ের বাদে বিবর্ণ ও ম্রিয়মান হিমাদ্রী একাই ফিরলো, রুহুর এখন অন্য সঙ্গী। এবং আমেরিকার নাগরিক।

এর বছর পাঁচেক বাদে ছাপোষা ইস্কুল শিক্ষক ছোটকুকে যেতে হল আভিজাত্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে পার্ক হোটেলের এক পার্টিতে। বিসনেস ম্যান বন্ধু শ্যামল বিরাট পার্টি দিচ্ছে। বাল্য বন্ধুর অনুরোধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছোটকুকে যেতে হল হোটেলে।

শ্যামল পিঠ চাপড়ে দার্শনিক ঢঙে বলল, আরে ভাই এও তো এক অভিজ্ঞতা। জীবন ঝুলিতে জমা হোক না। ক্ষতি কি।

তা হোটেলে ঢোকার মুখে ছোটকুর চোখে পড়ল গেট দিয়ে বার হচ্ছে রুহু। উচ্ছল লাস্যময়ী রুহুর পাশে সাদা চামড়ার এক রূপমান মানুষ। তার হাতের কব্জি ধরা রুহুর হাত।

ছোটকুকে দেখে এড়িয়ে গেল না রুহু। থমকে দাঁড়াল। তারপর ওর দিকে খুব সহজ ভাগে হেসে এগিয়ে এল, এবং পাশের মানুষটির সঙ্গে পরিচয় করে দিল— আমার ছেলেবেলাকার বয় ফ্রেন্ড। অর্ক দাস। ওরফে ছোটকু। দারুণ রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। একেবারে হেমন্ত মুখার্জী। এরপর সঙ্গের মানুষটির পরিচয় দেবার সময় ওর চোখে মুখে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ল— ইনি নিউইয়র্ক টাইমস এর বিখ্যাত সাংবাদিক জর্জস্টিফেনসন। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত এনাকে সমঝে চলেন। কলকাতায় এসেছেন একটা ইনফরমেশনের ব্যাপারে। এখানে আমরা কয়েকদিন থাকব। এরপর পোর্টব্লেয়ার যাব।

সাদা চামড়ার মানুষটি হেসে হাত বাড়াল ছোটকুর দিকে। ছোটকু কোন উত্তর দিতে পারল না। কেননা ও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল রুহুর দিকে। ওর চোখের সামনে সুন্দরী রুহু আস্তে আস্তে পরিণত হয়ে গেল একটা বড় মাকড়সায়। ও চিৎকার করে সাদা চামড়ার মানুষটিকে বলতে চাইল, —পালাও, পালাও। এখনই পালাও।

যদিও সেই মুহূর্তে ওর মুখ দিয়ে কোন কথাই বার হচ্ছিল না। তবু ও সতর্ক করে দিতে চাইছিল মানুষটিকে এই বলে, তোমার পাশের ওই মাকড়সাটা তোমার রস গন্ধ শুষে নিয়ে তোমায় ছিবড়ে করে ফেলে রেখে অন্যত্র নোঙর করবে। শেষ হয়ে যাওয়ার আগে তুমি পালিয়ে বাঁচো।

ছোটকু পড়েছে, স্ত্রী মাকড়সা সঙ্গমের পর পুরুষ মাকড়সাকে মেরে ফেলে। সুন্দরী রুহু একের পর এক পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে তাদের মনগুলো শুষে নিয়ে কাঠামোটাকে অকেজো করে ফেলে রেখেছে। মানুষরূপী এই মাকড়সার হাত থেকে পুরুষের বাঁচার পথ হাতড়াতে লাগল ছোটকু। যে ক্ষমতা দিয়ে ও আগাম ঘটনাগুলো ধরতে পারে, সেই ক্ষমতাকে এবার কাজে লাগিয়ে ঘটনাগুলোকে প্রতিহত করার চেষ্টা করতে চাইল।